খুণ-ধর্ষণ-মৌলবাদী আর ভাবমুর্তির বাংলাদেশ

সদেরা সুজন

মাত্র আড়াই বছরের অবুঝ শিশু টুম্স্লার (ছদ্দনাম) মুখের কথাটি ভাল করে ফোটার আগেই মানুষ নামের দানব তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। একটি গরীব পরিবারের আদরের একটি ছোট্ট মেয়ে, সারাদিন খেলাধুলা আর হৈহুল্লোল করে সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখতো। দুনিয়া সম্স্লর্কে ভালমন্দ বুঝে ওঠার আগেই শিশুটি জেনে গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র শ্বাপদের নাম মানুষ। প্রকাশ্য দুপুরে নির্মম ধর্ষণের শিকার এই শিশুটিকে রক্তাক্ত ও মুমুর্ষু অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ধর্ষক মোশারফ সরকার দলীয় ক্যাডার বলে পরিচিত....পাঠক, এর পরের অংশটা না হয় আপনারাই বুঝে নিন কী হবে পাষন্ড ধর্ষকের! আর এই ধর্ষিত অবুঝ শিশুর দেশের নাম বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে বিএনপি ওলামাদলের নেতা এক পাষন্ড মৌলানা ছয় বছরের এক নাবালিকাকে কোরাণ শিক্ষা দেওয়ার নাম করে নিজ বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে ছিন্ন বি"ছিন্ন করেছে শরীরকে। সেই হতভাগী শিশু এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। (যুগান্র ২/৬/২০০৪) এই ছোট মেয়েটির ধর্ষণ যন্ণার কান্না প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌঁছবে কি না জানিনা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি নাতনিও আছে একই বয়সের সুতরাং যদি...।

কে বলেছে বাংলাদেশের মানুষ গরীব? বিএনপির বাজেটে বাংলাদেশের গরীব মানুষকে আরো গরীব করলেও ধনীরা আরো ধনী হবার সুযোগ দিয়ে যা"ছেন বাংলাদেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আর যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত বাংলাদেশী কূটনীতিকের স্বামীর দিকে থাকালে কে বলবে বাংলাদেশ একটি গরীব আর ধর্মভীর" দেশ? যেদেশের কূটনীতিকের স্বামী এক রাতে নারী শরীরের মধু আর মদ খেয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে পারে এমন বিএনপি সরকারের কূটনীতিক জিয়া প্রেমিক বান্ধবীর স্বামীকে কী করে অভিনন্দন জানাই? এমন সুন্দর ভাষা পাই কই? শুধু কষ্ট আমাদের। আমরা যারা প্রবাসে সারাদিন কাজ করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাই, যারা প্রবাসে কষ্ট কঠিন সময়েও দেশের কথা ভাবি, দেশের মানুষের কথা ভাবি সেই বিদেশীরা বাংলাদেশের একের পর এক জঘন্য ঘটনায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। এ লজ্জা ঢাকার কোন জায়গা নেই, অথচো প্রবাসে বাংলাদেশী শ্রমিকদের আত্মমর্জাদা ছিলো, সৎ, কর্মট, দক্ষ ও বিশ্বস্থ হিসেবে বিদেশীদের কাছে সম্মানজনক অবস্থানে ছিলো, কিন্তু অত্যন্ দুভাগ্য যে বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় আসার পর একর পর এক ঘটনায় এখণ বিদেশীরা আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে লজ্জায় মাথানত হয়ে আছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠির ব্যাপক তৎপরতা চলছে মসজিদ ভিত্তিক। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠির ব্যাপক তৎপরতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলছে মসজিদ মাদ্রসায়। আর এসব তালেবানী শিক্ষা দি"ছ সিলেট জামাতের কিছু নেতা। অত্যাধুনিক অস্সহ তালেবানী শিক্ষা চলাকালে অত্যাধুনিক অস্সহ প্রায় শতাধীক ইসলামী জঙ্গি মৌলবাদীকে মসজিদের ভিতর থেকে গ্রেফতারের পরও সিলেটের পুলিশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে জোট সরকারের নির্দেশে (১২.৬.২০০৪, দেশের সব জাতিয় দৈনিক)। সিলেটবাসী এসব ঘটনায় ভয়ে ভীত। অনেকেই বলেছেন সিলেট হযরত শাহজালাল মাজারে দু'বার বোমা হামলায় জামাত জড়িত থাকার অভিযোগ বেসরকারীভাবে প্রমানিত হওয়ায় এবং সিলেটকে বাংলা ভাইয়ের মতো শাসন করার পরিকল্পনা থাকায় বৃহত্তর সিলেটের

বিভিন্ন মাদ্রাসা আর মসজিদে হাজার হাজার যুবক-কিশোর এবং শিশুকে ধর্মান্ধকরে তালেবানী শিক্ষা দেওয়া হ"ছ। যার ফলে সিলেটের ভিবিন্ন মাদ্রাসায় লাদেনের ছবি লাগানো হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর গতানুগতিক অভ্যাসে হয়তো বলবেন, নাঃ নাঃ তা সত্যি নয়! সবই ষড়যন্ত্র। দেশের বির"দ্ধে ষড়যন্ত্র! দেশের ভাবমুর্তি এ সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট করার জন্যই পত্রিকাওলাদের কাজ। ছিঃ ছিঃ বাংলাদেশ! আর কত বীভৎস সংবাদের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের, প্রধানমন্ত্রী আর সরকার দলীয় নেতাদের কাছ থেকে আর কত মিথ্যাচার শোনতে হবে আমাদের, যারা বিদেশে বসবাস করছি। এত লজ্জা ঢাকবো কোথায়। বিদেশীদের কাছ থেকে এত নিন্দা আর এত ঘৃণা সইবো কী করে। বাংলাদেশে কী কোন মানুষ দেশ শাসন করছে? প্রতিদিনের পত্রিকায় কেন এত জঘন্য সমাচার। এই কি সেই বাংলাদেশ? ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তভেজা মানচিত্র আর দু'লাখ মা-বোনেরা সম্ভ্রমের হননের ধ্বংসাত্মক প্রিয়তম বাংলাদেশ । কি ছিলো আর কি হয়ে গেলো মাত্র কিছুটা সময়ের ব্যবধানে।

যদিও এখন প্রতিদিন আৎকে উঠি এক-একটি বীভৎস সংবাদ শোনে। আর কত কাল যে শোনতে হবে এমন বিভীষিকাময় মর্মান্তিক ঘটনা। মাত্র এক পক্ষকালের অসংখ্য সংবাদে আমাকে দিশাহারা করেছে। এক. সিলেটে বোমা হামলা তিন জন নিহত, ব্রিটিশ হাই কমিশনার আহত ২. জাপানে আলকায়দার সঙ্গে জড়িত তিন বাংলাদেশী কে গ্রেফতার ৩. বাংলাদেশে মৌলবাদীদের বার্ষিক মুনাফা ৫০০ কোটি টাকা ৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের গহিন জঙ্গলে জঙ্গি মৌলবাদী ট্রেনিং সেন্টার উদ্ধার দু'জন গ্রেফতার। ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গি মৌলবাদী ট্রেনিং সেন্টার উদ্ধার করায় সরকার নাকোশ, ৩ জন পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড, একজন ক্লোজআপ ৬.সিলেটের মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের র"মে র"মে লাদেনের ছবি ৭. আবারো আক্রান্ত আহমদিয়া সম্প্রদায় পুলিশ বদলে দিয়েছে আহমদিয়া মসজিদের নাম। ৮. অ্যামনেষ্টির প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সরকারী নির্যাতনের নিন্দা ৯. শ্রমিক লীগ নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যাকান্ডের তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মিথ্যা অভিযোগ এনে গ্রেফতার ও নির্যাতন ১০. বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের জন্য সরকার পুরষ্কার ঘোষণা করলেও বাংলা ভাই বহাল তবিয়তে সরকার এবং আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যা"ছ ১১. মেঘনায় লঞ্চডুবি, দু'শতাধীক মানুষের মৃত্যু ১২. ঢাকায় পুলিশের সামনে দুতলা বাসে আগুন ৭জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ১২. চট্টগ্রামে ছয় বছরের শিশু কন্যাকে আরবী শিক্ষা দেওয়ার নাম করে ধর্ষণ করেছে বিএনপি ওলামা দলের নেতা এক পাষন্ড এক মৌলানা ১৩. সারাদেশে মৌলবাদীদের শতাধীক জঙ্গি ঘাটি, যেখানে অত্যাধুনিক অস্ত্র চালানো এবং বোমা হামলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪. আড়াই বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করেছে চারদলীয় ক্যাডার ১৫. তারেক রহমানের বির"দ্ধে দুর্নীতি মামলার তদন্তের নির্দেশ দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী একান্ত সচিবকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়ে পুলিশী নির্যাতন ১৬. শিক্ষা নবিস এএসপিকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে, অভিযোগ ওরা প্রগতিশীল কিংবা সংখ্যালঘু ১৭. যুক্তরাষ্টে অবস্থানরত বাংলাদেশী কূটনীতিকের স্বামীর ষ্ট্রিব ক্লাবে রঙ্গলিলা। ১৮. বিসিএস পরীক্ষায় শ'শ' মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদেরকে পরীক্ষায় উর্ত্তীন্ন হওয়ার পরও ভিন্ন অভিযোগ এনে মৌখিক পরিক্ষা বাতিল করে শিবির আর ছাত্রদল কর্মীদেরকে স্থান দেওয়া হ"ছ।

এ কি অদ্ভুত দেশ মানুষ হত্যা করলে বিচার হয় না বরং তাঁতে স্বসম্মানে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, এটার প্রমান বাংলা ভাই। এ কো্ন পাষন্ড সরকার ক্ষমতায়? কোন ধর্ম মানুষ হত্যার কথা বলছে? মানুষ হত্যা করে কি করে ধর্ম পালন করা হয়? আমার মতো অনেকেই তাদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন বাংলাদেশ এখন আর সেই বাংলাদেশ নেই। এখন বাংলাদেশ মানেই স্বৈরাচারী মৌলবাদীর বাংলাদেশ। সারা দেশে এখন জঙ্গি মৌলবাদি আর খুণি-ধর্ষকদের চারণভুমিতে

পরিণত হয়েছে। যদি বাংলাদেশের সাবেক রাস্ট্রপতি হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে স্বৈরাচার বলে কলম্খিত করে তা হলে ভুল হবে এখনতো স্বৈরাচার + মৌলবাদি = মৌলবাদি স্বৈরাচার। যা ভয়ানক। ক্যান্সারেরর চেয়ে মারাত্মক। দু'টি গোষ্ঠিই হায়নার প্রেতাত্মা। ওরা মানুষ নামের দানব।

বেঙের ছাতার মতো সারা দেশে গড়ে উঠছে মাদ্রাসা। যেখানে বাংলা চর্চা নেই, স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ সম্স্লর্কে কোন শিক্ষা নেই। শুধুই চলছে উগ্র মৌলবাদি জঙ্গি শিক্ষা কি করে বাংলা ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ আর বাঙালি সংস্কৃতির বির"দ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ। ধর্মবেশী মুখোশ পরা এই কুৎসিত মানুষগুলো সারা দেশে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যা"ছ। সেই মাদ্রাসার ছাত্র কে জিজ্ঞেস করলে বোঝা যাবে বাংলাদেশের নাম কি? বাংলাদেশের পতাকা কি? বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীক কি ? উত্তর আসবে দেশের নাম পাকিস্তান। পতাকা চাঁনতারা। আর জাতীয় সঙ্গীত পাক সার জমিন সাদ বাদ। এই হলো বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র।
ভীত-বিস্মিত মানুষ জানেনা কি হ"ছ দেশে। সবার চোখে ভীতির ছায়া অজানা শংকার স্স্লষ্ট আলেঅকপাত বি"ছুরিত হয় চেয়ারায়। কষ্টের সিঁড়িতে পা রেখেই চলছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল মানুষের দিন। সুশাসন নেই, বিচার নেই, মানবতা ফেরারী, নারকীয় দুঃশাসনের যাতাকলে আর মৃত্যুর বীভৎস থাবায় কম্স্লিত চরাচর। দেশের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে দৃষ্টি ফেরালে স্ম্ভিত ও মর্মাহত হতে হয়। কি অসম্ভব পৈশাচিক বীভৎসতা, কী সীমাহীন বর্বরতা চলছে বিএনপি জামাত সরকারের আমলে।

আমাদের দেশের কিছু কিছু বামদল আর বামদলীয় নেতা আছেন যাদের চিন্া-চেতনা দেখলে অবাক হতে হয়। ওরা বাংলাদেশ নিয়ে যতটুকু মাথা ঘামান তার চেয়ে বেশী কথা বলেন বুশ-ব্লেয়ার আর সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক নিয়ে। নিজের দেশের পাহাড় পরিমান সমস্যা রেখেই কেউ কেউ বুশ-ব্লেয়ার নিয়ে মাথা ঘামান এবং বিরতীহীন ইরাক নিয়ে লেখেন অথচো তাদের কলম থেকে নব্য লাদেন বাংলা ভাই'র নরহত্যাযজ্ঞ আর ধর্ষণের বীভৎস নিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। প্রগতিশীলদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত হওয়ায় মৌলবাদীরা অবাধ বিচরণ করছে প্রতিরোধ্যভাবে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যা"ছ। প্রগতিশীলরা শুধু নির্বাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

এ দেশ এখন শুধু মৃত্যু উপত্যকাই নয়- এ দেশ এখন জল্লাদের রঙ্গমঞ্চ। মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘায়িত হতে হতে টিকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ছেয়ে গেছে। প্রতিদিন অগনিত বাংলা ভাইর জন্ম হ"ছ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে।

যে সরকার প্রধান 'বাংলা ভাই'র মতো একজন নরঘাতককে ধরার ক্ষমতা নেই বরং সরকার প্রধান আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বহাল তবিয়তে তার নর হত্যা চালিয়ে যা"ছ ধর্মের নামে। বাংলা ভাই কী মাননীয় প্রধান মন্ী আর স্বরাস্ট্র মন্ীর চেয়ে ক্ষমতাধর, দেখেতো মনে হয় তাই। বাংলা ভাইর নিজস্ব আইনের কাছে দেশের আইন, বিশ্ব আইন আজ নমনীয়। যে সরকার বাংলা ভাইকে ধরতে পারে না সে সরকার ক্ষমতায় থাকার কি অধিকার আছে। মাননীয় প্রধানমন্ীর এ ব্যর্থতা জাতির জন্য বেদনাদায়ক ও লজ্জা নয় কি?

আওয়ামী লীগকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বিএনপি জামাত সরকার একের পর এক নিলজ্জ পৈশাচিক বর্বরতা চালিয়ে যা"ছ। এসব নির্মম ও ঘৃণ্য ঘটনা ঘটিয়ে আওয়ামী লীগের উপর দোষ দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চা"ছ যার বহিপ্রকাশ বিএনপি নেতা ও কমিশনার খুনের মামলার আসামী আওয়ামী লীগের ডাকে হরতালের আগের রাতে যাত্রীবাহী বাসে গান

পাওডার ছিটিয়ে ৭ জন মানুষ হত্যা করে। এ কী জঘন্য বীভৎসতা? এ কী জঘন্য বর্বরতা। ক্ষমতালোভি ধর্মব্যবসায়ী পাপিষ্টরা আর কী করলে শান্তি পাবে? আর কত নর হত্যা করলে তাদের সাগর পেট ভরবে?

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সচিব নুর"ল ইসলাম প্রায় সোয়া দু'বছর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করেছেন অতি সম্প্রতি বিএনপি'র যুগ্ন সম্পাদক তারেক রহমানের বির"দ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি মামলার তদন্ত নির্দেশ দেওয়ায় তাঁকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়ে পুলিশী নির্যাতন করা হ"ছে বলে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর বাড়িতে এক প্লাটুন পুলিশ গভীর রাতে হানা দিয়ে তার সমস্ত বাসা তছনছ করেছে (যুগান্তর ৪.৫.২০০৪)। দুর্নীতি দমন ব্যুরো আর গোয়েন্দা সংস্থা তাঁকে নির্যাতন করে বলেছে তার বির"দ্ধে তথ্য ফাঁস ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা ও আয় বহিভুত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ তুলা হয়েছে। পাঠক বুঝুন, কি হ"ছে বাংলাদেশে? যে সচিব সৎ নিষ্টাবান বলে সবাই জানে তাঁকে নাকি কী লজ্জাজনক উপাধী নিয়ে বিদায় নিতে হলো চাকুরি থেকে। তাঁর অপরাধ তারেক জিয়ার বির"দ্ধে দুনীর্তির তদন্ত নির্দেশ দেওয়ায়। সরকার যদি বলে এই সচিব সাহেবের আয় বহিভুত সম্পদের হিসাব নিতে তাহলে তারেক রহমানের সম্পদের হিসাব জনগণকে দেওয়া হবে না কেন? ছেঁড়া গেঞ্জী আর ভাঙ্গা ব্রিপকেস থেকে কেমন করে শত শত কোটি টাকার মালিক হওয়া যায়!

বাংলাদেশের আইন আর শাসন কোথায় গিয়ে নেমেছে কীভাবে সরকার খুণি আর ধর্ষকদেরকে বাঁচা"ছে তার প্রমান স্বরাস্ট্র মন্ত্রীর নতুন নাটক। এমপি ও জননেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টারের হত্যাকান্ডের তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি ঢাকা রেঞ্জের স্পেশাল সুপার আব্দুল বাতেনকে স্বরাস্ট্র মন্ত্রী তার নিজ অফিসে ডেকে নিয়ে এক কাল্পনিক মিথ্যা নাটক সাজিয়ে গ্রেফতার করেন তার অপরাধ জননেতা ও সাবেক সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি যেভাবে এগু"ছলেন তাতে পর্যায়ক্রমে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসতে শুর" করেছিলো ফলেই আহসান উল্লাহ মাস্টারের খুণি বিএনপি নেতা কর্মীদেরকে বাঁচানোর জন্যে স্বরাস্ট্রমন্ত্রী তাকে ডেকে একটি মিথ্যা নাটক সাঁজিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি দু'বার পুলিশ পদক প্রাপ্ত সৎ নিষ্ঠাবান কর্মট প্রগতিশীল কর্মমকর্তা হিসেবে পরিচিত থাকায় সরকার ষড়যন্ত করে তার বির"দ্ধে এমন জঘন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে জেলে প্রেরণ করে। এমন কী আদালতে আব্দুল বাতেনকে হাজির করলে সরকার আলামত হিসেবে সেই টাকার খাম দেখাতে পারেনি। পাঠক বুঝুন বাংলাদেশে কি হ"ছে ক্ষমতায় থাকার জন্য?

পরিশেষে বলতে চাই ভয়ঙ্কর বর্বরতা, হত্যাযজ্ঞ, সহিংসতা, ধর্ষণ, রাহাজানি উগ্র মৌলবাদীর পৈশাচিক তান্ডবে সারা দেশ এখন ক্ষত-বিক্ষত আর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুল্যবোধ ভুলন্ঠিত ফলে জানিনা তাথেকে বাংলাদেশের মানুষ কোন উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে কি না, তবে আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের চেয়ে ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হবে অচিরেই তখন আর প্রতিবাদ করার শক্তি এবং ভাষা কোনটাই থাকবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী আর প্রগতিশীলরা তা শুনতে পারছেন কি না জানি না তবে সারা বিশ্বে বসবাসরত বাংলা ভাষা ভাষী মানুষের মাঝে এ কষ্টের বাতাস বইছে। জানি না, মৌলবাদীর বোমাবাজি-ধর্ষণ বাংলাভাই নামক দানবের তান্ডবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আর কতদিন বলে যাবেন, 'এগুলো মিথ্যা বানোয়াট' ওরা দেশে-বিদেশে সংবাদ প্রচার করে 'দেশের ভাবমুর্তি বিনিষ্টি করছে'।

সদেরা সুজন
wd j¨vÝ msev`cÎ Kgx, gwUqj/8.6.2004